45200 - কাফরেদরে অনুকরণরে হুকুম এবং ‘মুসলমিরা যটোকে ভালো মনে করে সটো আল্লাহর কাছে ভালো’ কথাটরি অর্থ

প্রশ্ন

কাফরেদরে চাল-চলন ও আচার-আচরণ অনুকরণরে ব্যাপারে ইসলামরে বধিান কী? ইসলামী শরীয়তে এর মূলনীতগিুলো কী কী? কাফরেদরে যে কোনো কাজরে অনুকরণই কী হারাম অনুকরণ? উল্লখ্যে যে কাফরেদরে এমন অনকে কাজ আছে যগেুলো হারাম নয়, শরীয়ত সগেুলোর কোন নন্দিা নইে এবং যে ব্যক্তি কাজটি করে সে নছিক কাফরেদরে অনুকরণরে উদ্দশ্যে করে না; বরং সে কাজটি ভালো পয়েছে দখেে করে। যমেনটি ইবনে মাসউদ রাদয়িাল্লাহু আনহু বলছেনে: ‘মুসলমিরা যটোকে ভালো মনে করে সটো আল্লাহর কাছে ভালো’।

বষিয়টি আমাদরেকে জানাবনে, আল্লাহ আপনাদরেকে সম্মানতি করুন। আমি চাই যে, আপনারা বস্তিারতি উত্তর দবিনে এবং এ মাসয়ালার মূলনীতগিুলোও উল্লখে করবনে।

উত্তররে সংক্ষপ্তিসার

১- শরীয়ত মুসলমিদরেকে কাফরেদরে অনুকরণ করতে নষিধে করছে। বশিষে করে ইহুদি-খ্রষ্টিানদরে অনুকরণ করা থকে। তবে এই নষিধোজ্ঞা তাদরে সকল বষিয়ে আমভাবে নয়। বরং তাদরে যে সমস্ত স্বতন্ত্র ধর্মীয় বষিয়, প্রতীক এবং বশিষেত্ব রয়ছে সগেুলোর ক্ষত্রে।
২- মুসলমিদরে জন্য ধর্মীয় প্রতীক এবং ইবাদতরে ক্ষত্রেে অন্য কোন গোষ্ঠীর অনুকরণ করার প্রয়োজন নইে। আল্লাহ তাঁর ধর্মকে পূর্ণ করে দয়িছেনে, নয়িামতকে সম্পূর্ণ করছেনে এবং আমাদরে জন্য ইসলামকে ধর্ম হসিবেে পছন্দ করছেনে।
৩- যে সমস্ত বষিয়ে কাফরেদরে অনুকরণ করা হয় তার মধ্যে রয়ছে: ইবাদতরে বষিয়াবলতিে তাদরে অনুকরণ। যমেন: শর্কিী বষিয়ে তাদরে অনুকরণে কবররে উপর কছিু নর্মিাণ করা, কবরে সমাধি-সৌধ নর্মিাণ করা এবং কবররে ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করা। এছাড়া শর্কিী-বদিআতী উৎসবে তাদরে অনুকরণ করা। যমেন: মলিাদ-কন্দ্রেকি ঈদ উদযাপন।
৪- অমুসলমিদরে সভ্যতায় উপকারী ও ক্ষতকির উভয়টইি আছে। তাই আমরা তাদরে সভ্যতার উপকারী কছিু বর্জন করব না এবং ক্ষতকির কছিু গ্রহণ করব না।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

মুসলমিদরে জন্য ধর্মীয় নদির্শনরে ক্ষত্রেে অন্যদরে অনুকরণ করা নষ্প্রয়োজন

মুসলমিদরে জন্য দ্বীনরে ও ইবাদতরে নদির্শনরে ক্ষত্রেে অন্য কোনো জাতরি অনুকরণ করার প্রয়োজন নইে। আল্লাহ তাআলা তাঁর ধর্মকে সম্পূর্ণ করছেনে, তাঁর নয়িামতকে পূর্ণাঙ্গ করছেনে এবং আমাদরে জন্য ইসলামকে ধর্ম হসিবেে পছন্দ করছেনে। আল্লাহ তাআলা বলনে:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِيناً

“আজ আমি তোমাদরে জন্য তোমাদরে ধর্মকে পূর্ণ করলাম, তোমাদরে জন্য আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ধর্ম হসিবেে ইসলামকে তোমাদরে জন্য পছন্দ করলাম।”[সূরা মায়দো: ৩]

শরীয়ত মুসলমিদরেকে কাফরেদরে অনুকরণ করতে নষিধে করছে। বশিষেত ইহুদি-খ্রষ্টিানদরে অনুকরণ করা থকে। এই নষিধোজ্ঞা তাদরে সকল বষিয়ে আমভাবে নয়। বরং তাদরে ধর্মীয় বষিয়াবলি, নদির্শন এবং বশিষেত্বরে ক্ষত্রেে যগেুলো তাদরে স্বাতন্ত্র্য।

আবু সাঈদ খুদরী রাদয়িাল্লাহু আনহু বর্ণনা করনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: “নশ্চিয় তোমরা তোমাদরে পূর্ববর্তীদরে রীতনিীতকিে বঘিতে বঘিত, হাতে হাতে অনুকরণ করব। এমনকি তারা যদি গুই সাপরে গর্তওে প্রবশে করে থাক, তাহলে তোমরাও এতে তাদরে অনুকরণ করব।” আমরা বললাম: ‘হে আল্লাহর রাসূল! ইহূদী ও নাসারাদরে?’ তনিি বললনে: “আর কারা?”[হাদীসটি বুখারী (১৩৯৭) ও মুসলমি (৪৮২২) বর্ণনা করছেনে]

উক্ত হাদীসে ইহুদি-নাসারার অনুকরণ করার ব্যাপারে নষিধে করা হয়ছে। তাদরে পন্থা যারা অনুসরণ করে তাদরে নন্দিা করা হয়ছে। শরীয়ত এই নষিধোজ্ঞাকে দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করে জানয়িছে যে কউে যদি কাফরেদরে অনুকরণ করে তাহলে সে তাদরে অন্তর্ভুক্ত।

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদয়িাল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলনে: “কউে যদি কোনো সম্প্রদায়রে অনুকরণ করে তাহলে সে তাদরে দলভুক্ত।”[হাদীসটি আবু দাউদ (৩৫১২) বর্ণনা করনে। শাইখ আলবানী ইরওয়াউল গালীল গ্রন্থে (২৬৯১) এটকিে সহহি বলে গণ্য করনে]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইময়িযা রাহমিাহুল্লাহ বলনে: ‘এ হাদসিরে সর্বনম্নি অবস্থার দাবি হচ্ছে তাদরে সাদৃশ্য গ্রহণ করা হারাম; যদওি এর বাহ্যকি মর্মরে দাবি হচ্ছে অনুকরণকারীরা কাফরে।’[ইকতদিাউস সীরাতলি মুস্তাকীম (পৃ. ২৩৭)]

কাফরেদরে অনুকরণকারী ব্যক্তি হীনমন্যতায় ভুগতে থাক। সে পরাজতি মানসকিতা লালন করে। তাই নজিরে ঘাটতি পূরণরে লক্ষ্যে যাকে সে সম্মান করে তার অনুকরণে অগ্রসর হয়। এই প্রকার লোকেরো যদি ইসলামী অনুশাসনগুলোর শ্রষ্ঠেত্ব

বুঝত এবং যে সভ্যতার পছেনে ছুটে চলছে তার অনষ্টি জানত, তাহলে তারা বুঝতে পারত যে তারা ভুলরে উপর আছ। তারা পূর্ণ ও উত্তম কছিু ছড়েে নকিৃষ্ট ও মন্দরে দকিে ধাবতি হয়ছে।

কাফরেদরে নষিদ্ধি অনুকরণরে নানা দকি

কাফরেদরে নষিদ্ধি অনুকরণরে নানা দকি যা থকেে আমাদরেকে নষিধে করা হয়ছে:

শাইখ সালহি আল-ফাওযান বলনে: 'যে সমস্ত বষিয়ে কাফরেদরে অনুকরণ করা হয় তার মধ্যে রয়ছে: ইবাদতরে ক্ষত্রেে তাদরে অনুকরণ। যমেন: শর্কিী বষিয়ে তাদরে অনুকরণে কবররে উপর কছিু নর্মিাণ করা, কবররে উপর সমাধ-িসৌধ নর্মিাণ করা এবং কবররে ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: "ইহুদ-িখ্রষ্টিানদরে উপর আল্লাহর লানত হোক, তারা তাদরে নবীদরে কবরগুলোকে মসজদি বানয়িছে।"[সহহি বুখারী (৪২৫) ও সহহি মুসলমি (৫৩১)]

এছাড়াও তনিি জানয়িছেনে যে তারা তাদরে মধ্যকার নকেকার ব্যক্তরি মৃত্যু হলে তার কবররে উপর মসজদি নর্মিাণ করত এবং ভতেরে মূর্তি তরৈি করত। তারা হচ্ছে নকিৃষ্ট সৃষ্টি।[সহহি বুখারী (৪১৭) ও সহহি মুসলমি (৫২৮)] বর্তমান যামানায় কবররে ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করার কারণে বড় শর্কি সংঘটতি হচ্ছে যা সবার কাছইে জানা বষিয়। এর কারণ ইহুদ-িখ্রষ্টিানদরে অনুকরণ।

আরও রয়ছে: শর্কিী ও বদিআতী উৎসবগুলোর ক্ষত্রেে তাদরে অনুকরণ। উদাহরণস্বরূপ: জন্মদনিকে কন্দ্রে করে উৎসব পালন; যমেন- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে মলিাদ, রাষ্ট্রপ্রধান ও রাজাদরে জন্মদনি পালন প্রভৃতি। কোন কোন ক্ষত্রেে এই বদিআতী কংিবা শর্কিী উৎসবগুলোকে "দবিস" বা "সপ্তাহ" নামওে অভহিতি করা হয়। যমেন: বভিন্নি দশেরে "জাতীয় দবিস", "মা দবিস", "পরচ্ছিন্নতা সপ্তাহ" ইত্যাদি আরো অনকে "দবিস" ও "সপ্তাহ"। এগুলো সবই কাফরেদরে সমাজ থকেে মুসলমি সমাজে অনুপ্রবষ্টি উৎসব। অন্যথায় ইসলামে মাত্র দুটি ঈদ রয়ছে: ঈদুল ফতির ও ঈদুল আযহা। এছাড়া আর সবই বদিআত ও কাফরেদরে অনুকরণ।'[আল-হাস্সু 'আলা মুখালাফাতলি কুফ্ফার' শীর্ষক খুতবা থকেে গৃহীত]

ইতঃপূর্বে (47060) নং প্রশ্নরে উত্তরে কাফরেদরে বশিষে পোশাকরে ক্ষত্রেে এবং তাদরে বশিষে প্রচলন যমেন: দাড়ি মুণ্ডন করার ক্ষত্রেে তাদরে অনুকরণে নষিধোজ্ঞার কথা উল্লখে করা হয়ছে।

কাফরেদরে সাদৃশ্য গ্রহণরে ক্ষত্রেে মূলনীতসিমূহ

কাফরেদরে সাদৃশ্য গ্রহণ হারাম হওয়ার বষিয়টি তাদরে উপাসনা ও তাদরে বশিষে প্রথার ক্ষত্রেে প্রযোজ্য। তারা উপকারী যা কছিু তরৈি ও উদ্ভাবন করছে সগেুলোতে মুসলমিদরে অংশগ্রহণে কোনো নষিধে নইে। বরং মুসলমিদরে উচতি ঐ সমস্ত ক্ষত্রেে অগ্রণী হওয়া ও উদ্ভাবক হওয়া।

শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহমিাহুল্লাহ বলনে:

‘যদি বলা হয় ‘কাফরেদরে সাদৃশ্য গ্রহণ’-এর মানে এ নয় য,ে তাদরে তরৈীকৃত কোনো কছিু আমরা ব্যবহার করব না। এমন কথা কউে বলে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে সময়ে এবং তার পরবর্তী যুগওে মানুষজন কাফরেদরে তরৈি পোশাক পরত এবং তাদরে তরৈি পাত্র ব্যবহার করত।

কাফরেদরে সাদৃশ্য গ্রহণ মূলত তাদরে পোশাক, অলংকার এবং বশিষে প্রথার সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ। এর অর্থ এই নয় যে তারা যাতে চড়ে আমরা তাতে চড়ব না অথবা তারা যা পরধিান করে আমরা তা পরব না। কন্তিু যদি তারা একটি নর্দিষ্টি পদ্ধতিতে চড়ে থাকে যা তাদরে স্বাতন্ত্র্য সক্ষেত্রেে আমরা তাদরে রীতি অনুযায়ী চড়ব না। তারা যদি একটি নর্দিষ্টি আকৃতিতে পোশাক তরৈি করে আমরা সে আকৃতিতে পোশাক তরৈি করব না। যদওি আমরা তাদরে মতোই গাড়তিে চড়ব এবং তারা যে ধরনরে সুতা ব্যবহার করে কাপড় তরৈি করে আমরা সইে সুতা দয়িইে কাপড় তরৈি করব।’[মাজমুউ ফাতাওয়াশ শাইখ ইবনে উছাইমীন (১২/ প্রশ্ন: ১১৭)]

তনিি আরো বলনে: ‘সাদৃশ্য গ্রহণরে মাপকাঠি হচ্ছে সাদৃশ্য গ্রহণকারী এমন কছিু করবে যা সাদৃশ্য গ্রহণকৃত ব্যক্তরি বশিষেত্ব। কাফরেদরে সাদৃশ্য গ্রহণ হলো এই য,ে মুসলমি এমন কছিু করবে যা কাফরেদরে কোনো বশৈষ্ট্যি। কন্তিু মুসলমিদরে মাঝে যা ছড়য়িে পড়ছেে এবং যটেরি ক্ষত্রেে কাফরেদরে বশিষেত্ব নইে; সটেি সাদৃশ্য গ্রহণ নয়। তাই এটি সাদৃশ্য গ্রহণ করার কারণে হারাম হবে না; তবে যদি অন্য কোনো দকি থকেে হারাম হয় সটেি ভন্নি বষিয়। আমরা এখানে যা বললাম এটাই সাদৃশ্য গ্রহণরে মর্মার্থ।’[মাজমুউ ফাতাওয়াশ শাইখ ইবনে উছাইমীন (১২/প্রশ্ন: ১৯৮)]

(21694) নং প্রশ্নোত্তরে আমরা কাফরেদরে অনুকরণরে হুকুম ও মূলনীতি নয়িে বস্তিারতি আলোচনা পাবনে। এছাড়া (43160) নং প্রশ্নোত্তরওে বশিদ আলোচনা রয়ছেে।

পশ্চমিা সভ্যতার ব্যাপারে ইসলামরে অবস্থান

অমুসলমিদরে সভ্যতায় ভালো ও মন্দ উভয়টি আছ।ে আমরা ভালো পরত্যিাগ করব না এবং মন্দ গ্রহণ করব না। শাইখ শানকীত্বী রাহমিাহুল্লাহ এই অবস্থানকে সংক্ষপেে উল্লখে করে বলনে:

‘পশ্চমিা সভ্যতার ব্যাপারে অবস্থান চার প্রকাররে মধ্যে সীমাবদ্ধ; পঞ্চম কোন প্রকার নইে:

১. পশ্চমিা সভ্যতার ভালো-মন্দ সব পরত্যিাগ করা।

২. পশ্চমিা সভ্যতার ভালো-মন্দ সবই গ্রহণ করা।

৩. পশ্চমিা সভ্যতার মন্দকে গ্রহণ করা ও ভালোকে পরত্যিাগ করা।

৪. পশ্চমিা সভ্যতার ভালোকে গ্রহণ করা ও মন্দকে পরত্যিাগ করা।

আমরা দখেতে পাচ্ছি যে, নঃিসন্দহেে প্রথম তনি প্রকার পরত্যিাজ্য। কবেল এক প্রকার নঃিসন্দহেে সঠকি; আর তা হলো সর্বশষে প্রকার।’[আদ্ওয়াউল বায়ান (৪/৩৮২)]

ইবনে মাসউদরে (রাঃ) উক্তি: ‘মুসলমিরা যটোকে ভালো মনে করে সটো আল্লাহর কাছে ভালো’-এর ব্যাখ্যা

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদয়িাল্লাহু আনহুর বক্তব্য ‘মুসলমিরা যটোকে ভালো মনে করে সটো আল্লাহর কাছে ভালো’ কথাটরি দ্বারা শরীয়তরে সাথে সাংঘর্ষকি কন্তিু ববিকেরে কাছে ভালো এমন কছিুকে বুঝানো হয়নি। ইমাম শাফয়েী রাহমিাহুল্লাহ বলনে: ‘যে ব্যক্তি কোনো কছিুকে ভালো মনে করল, সে যনে শরয়ি আইন প্রণয়ন করল’। এ কথার দ্বারা সকল মানুষরে বপিরীতে ব্যক্তি বশিষে যটোকে ভালো মনে করে সটোও উদ্দশ্যে নয়। বরং এই উক্তরি দুটো অর্থ হতে পারে, দুটো অর্থই সঠকি:

১. এর দ্বারা উদ্দশ্যে এমন লোকাচাররে অনুসরণ করা যা শরীয়ত-বরিোধী নয়।

২. এর দ্বারা উদ্দশ্যে ইজমার প্রামাণকিতা। মুসলমিরা যদি কোনো কছিুকে ভালো মনে করার ব্যাপারে সর্বসম্মত হয়ে যায়, তাহলে এই ঐকমত্য-ই প্রমাণ। তখন আল্লাহর কাছে এর বধিান উত্তম বলে গণ্য হবে। ‘মুসলমিরা যটোকে ভালো মনে করে’ এই কথাটরি এমন অর্থ হতে পারে।[দখেুন: সারাখসীর রচতি ‘আল-মাবসূত্ব (১২/১৩৮) ও ইবনুল কাইয়মিরে ‘আল-ফুরুসয়িাহ’ (পৃ. ২৯৮)]

এটি অর্থটি সক্ষেত্রেে প্রযোজ্য হবে যখন আমরা ইবনে মাসউদ রাদয়িাল্লাহু আনহুর কথাকে সকল মুসলমিরে ব্যাপারে ব্যাপক বলে গণ্য করব। যদওি তার কথার প্রসঙ্গ থকেে বোঝা যায় যে তনিি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে সাহাবীদরে উদ্দশ্যে করে কথাটি বলছেনে; অন্যদরে ব্যাপারে নয়। তাঁর উক্তটিরি পূর্ণাঙ্গ রূপ হলো: ‘আল্লাহ তায়ালা বান্দাদরে অন্তরগুলোর দকিে নজর দয়িে দখেতে পলেনে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে অন্তর বান্দাদরে

অন্তরসমূহরে মধ্যে সর্বোত্তম। তাই তনিি তাকে নজিরে জন্য বাছাই করলনে এবং তাঁকে নজি রসিালাত দয়িে প্ররেণ করলনে। এরপর মুহাম্মাদরে অন্তররে পর তনিি অন্য বান্দাদরে অন্তররে দকিে তাকয়িে দখেতে পলেনে তাঁর সাহাবীদরে অন্তরগুলো সর্বোত্তম। তাই তনিি তাদরেকে তাঁর নবীর উজরি বানয়িে দলিনে। যারা তাঁর দ্বীনরে পক্ষে লড়াই করে। অতএব, মুমনিরা যটোকে উত্তম মনে করে সটো আল্লাহর কাছে উত্তম। আর মুমনিরা যটোকে মন্দ মনে করে সটো আল্লাহর কাছে মন্দ।'[হাদীসটি ইমাম আহমদ (৩৪১৮) বর্ণনা করনে। শাইখ আলবানী 'তাখরীজুত ত্বহাভয়িযা' (৫৩০)-তে হাদীসটকিে হাসান বলে গণ্য করছেনে]

কোন অবস্থায় ইবনে মাসউদ রাদয়িাল্লাহু আনহুর এই বক্তব্য দয়িে শরীয়ত হারাম করছেে যমেন: 'মুশরকিদরে সাদৃশ্য গ্রহণ' এমন কোনো কছিুকে উত্তম গণ্য করার পক্ষে দললি দয়ো সঠকি নয়।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।